ময়ূরাক্ষী

Fade In

1 INT. DAY. AIRPORT

কলকাতা। আগষ্ট ২০১৭। বিমানবন্দরে Arrival Lounge। Baggage conveyor belt ঘুরছে। পর পর সুটকেস, ব্যাগ আসছে বেল্টের ওপর। সামনে অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। এক একজন যাত্রী তাদের নিজেদের জিনিস তুলে নিচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আর্যনীল। বয়স ৪৮। Chicago থেকে কলকাতায় এসেছে। ক্লান্ত, কিছুটা যেন অন্যমনস্ক।

আর্যনীল (VO) : তুমি ঠিকই বলো। জীবন মানে শুধু আসা যাওয়া আর খোঁজা।

নিজের trolley suitcase ও duffle bag তুলে নেয় আর্যনীল। পরিচয়লিপি শুরু হয়।

2 EXT. DAY. INSIDE CAR

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার রাস্তা। সকাল ১০.৩০টা। আর্যনীল পিছনের সিটে জানালার ধারে বসে। পাশে বসে অর্ণব, আর্যনীলের জ্যাঠার ছেলে। ওর চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট।

অর্ণব : খুব অসুবিধে হলো, না? হঠাৎ করে চলে আসা ...

আর্যনীল : এভাবে তো ছুটি হয়না।

অর্ণব : জানি তো। ওখানে এত short notice-এ, impossible। কি করে ম্যানেজ করলে?

আর্যনীল : ওই জোর করে কয়েকদিন ...

আর্যনীল জানালার বাইরে মুখ ফেরায়।

3 EXT. DAY. ROAD

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়া। গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আর্যনীল নামে। ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ডিকি খোলে। আর্যনীল নিজের সুটকেস ও ব্যাগ নিতে যায়। ড্রাইভার বাধা দেয়।

অর্ণব : আরে! কি করছো? ও দিয়ে আসবে।

আর্যনীল : (হাত তুলে ব্যস্ত হতে বারণ করে) thanks a lot.

অর্ণব : আরে কি thanks। বিকেলে আসবো। Bye।

আর্যনীল : Bye।

আর্যনীল বাড়ির গেটের দিকে যায়। ওর দুহাতে নিজের ব্যাগ আর সুটকেস। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা। বয়স মধ্য তিরিশ। এ বাড়ির সব কিছুর দায়িত্বে। হাতজোড় করে। ওরা ভেতরে ঢোকে।

4 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. STAIRCASE

আর্যনীল সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। পিছনে মল্লিকা। ওপরে একজন মধ্যবয়সী মহিলা ঘর মুছছিল। সেও আর্যনীলকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। কাজের লোক রবি আসে।

রবি : এই দেখো, নিচে রাখলেই তো হত।

ব্যাগ ও সুটকেসটা নিয়ে রবি চলে যায়।

আর্যনীল : কোন ঘরে?

মল্লিকা : বারান্দায়।

5 INT. DAY. DRAWING ROOM

বাইরের ঘর। আর্যনীল এসে সোফায় বসে। মল্লিকা জল এনে দেয়। আর্যনীল জুতো, মোজা খুলছে।

মল্লিকা : কাল থেকে একটা নতুন নাম বলছেন।

আর্যনীল মল্লিকার দিকে তাকায়।

মল্লিকা : ময়ূরাক্ষী।

আর্যনীল চুপ।

মল্লিকা : কেউ কি আছে... এই নামে?

আর্যনীল : কি বলছে?

মল্লিকা : ডেকে দিতে বলছেন।

আর্যনীল উত্তর দেয় না। পরিচয়লিপি শেষ হয়।

6. INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. VERANDAH

আর্যনীল আসে। এককোণে easychair-এ হেলান দিয়ে সুশোভন। আর্যনীলের বাবা। ঘুমিয়ে পড়েছেন। এফ এমে গান বাজছে— 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'। আর্যনীল বাবার সামনে উবু হয়ে বসে। হাতের ওপর হাত রাখে। খানিক বাদে সুশোভন চোখ খোলেন। তাকান। সামান্য হাসেন।

আর্যনীল : কেমন আছো?

সুশোভন মাথা নাড়েন।

সুশোভন : (অস্ফুটে) ভালো। কখন এলি?

আর্যনীল সুশোভনের হাতটা আরো শক্ত করে ধরে।

আর্যনীল : এইতো, সোজা তোমার কাছেই তো এলাম...

সুশোভন : (মাথা নেড়ে) হুমম্।

আর্যনীল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সুশোভনও চেয়ে আছেন। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। মাথা নামিয়ে নেন। সরাসরি মাটির দিকে। আর্যনীল উঠে পড়ে। খবর কাগজের একটা পাতা মাটিতে পড়েছিল। সেটা তোলে। পাট করে রাখে। সুশোভন যেমন মাথা নিচু করে ছিলেন, তেমনই আছেন। আর্যনীল দাঁড়িয়ে।

আর্যনীল : এখানে তো বেশ গরম। দিল্লীর চেয়েও বেশি মনে হচ্ছে।

সুশোভন সামান্য মাথা নাড়েন।

সুশোভন : লখনউ?

মল্লিকা আসে।

মল্লিকা : এরকম করে কেন বসে আছেন? রাতে তো ঘুমিয়েছেন... (সুশোভনের থুতনি ও ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে মাথাটা তুলে ধরে) দাদা এসেছে, কথা বলুন...

আর্যনীল চুপ করে আছে। এবার ওর দিকে আবার তাকান সুশোভন। মল্লিকা আর্যনীলের বসার জন্য একটা মোড়া এনে দেয়।

মল্লিকা : বসুন।

আর্যনীল : শরীর খারাপ?

মল্লিকা : না না।

মল্লিকা চলে যায়। আর্যনীল বসে।

সুশোভন : (অস্ফুটস্বরে) এই ... দাড়ি কেন?

আর্যনীল এমন বেমক্কা প্রশ্নে অবাক হয়। হেসে ফেলে।

আর্যনীল : রেখেছি। খারাপ লাগছে?

সুশোভন সামান্য মাথা নাড়েন। কয়েক মুহূর্তে পরে অন্যদিকে

ফিরে তাকান। মুখে দুশ্চিন্তার আভাস স্পষ্ট। আর্যনীল তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে।

7 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. DINING ROOM

খাবার টেবিল। চেয়ারে বসে আর্যনীল। কাজের লোক আসে। আর্যনীলের সামনে একটা চায়ের কাপ রাখে। আর একটা চায়ের পেয়ালা ও দুটো বিস্কুট ট্রেতে রাখে।

রবি : (চেঁচিয়ে মল্লিকার উদ্দেশ্যে) বাবুর চা... (আর্যনীলকে) দাদা কি নিচে থাকবে?

আর্যনীল মাথা নাড়ে। ইশারায় ওপরের ঘরটা দেখায়।

রবি : দাঁড়াও, ও ঘর তো খোলা নেই।

রবি ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। চায়ের ট্রে নিতে আসে মল্লিকা।

আর্যনীল : এরকম কথা বলছে না ... কতদিন?

মল্লিকা : না, কথা বলেন। মাঝে মাঝে চুপ করে যান...

মল্লিকা খাওয়ার টেবিলে থেকে চায়ের ট্রে তুলে নিয়ে সোফায় সামনের টেবিলে রাখে।

মল্লিকা : (ঘুরে যেতে যেতে) এখানে ডেকে আনছি।

মল্লিকা চলে যায়। আর্যনীল চায়ে চুমুক দেয়। কাজের লোক ফিরে আসে।

রবি : ওপর পরিষ্কার করাচ্ছি। তুমি মাঝের ঘরে বিশ্রাম নাও।

ঝি ঝাড়ু ও ঘর মোছার বালতি নিয়ে ঘরে আসে।

রবি : যাও, আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি।

আর্যনীল খাওয়ার টেবিলে বসে। রবি চাবি নিয়ে চলে যায়। ঘরে ঢোকেন সুশোভন। সঙ্গে মল্লিকা। এবার সরাসরি আর্যনীলের দিকে তাকান।

সুশোভন : কিরে?

সুশোভন সোফায় বসেন। মল্লিকা ওঁর সামনে ট্রে এগিয়ে দেয়।

মল্লিকা : খান।

মল্লিকা চলে যায়। আর্যনীল বাবার সামনে আসে। হাতে চায়ের কাপ। বসে।

আর্যনীল : জানো, এবার আমাদের ওখানে hottest summer। কিছুদিন আগে একটা springboat tour এ গেছিলাম, deck এ বসা যাচ্ছিল না, এত গরম।

সুশোভন বিস্কুট দুটুকরো করেন। চায়ে ডোবান।

সুশোভন : (বিড়বিড় করে) concentrate on the next match.

আর্যনীল : কি বলছো?

চায়ের পেয়ালায় সুশোভন চুমুক দেন। আর্যনীল লক্ষ্য করে হাত কাঁপছে।

সুশোভন : Strategyটাই ভুল। তোকে one down নামানো উচিত ছিল। ওই ছেলেটাকে nightwatchman করে পাঠানোটা disaster! যে medium pace খেলতে পারেনা, তাকে কেউ ওরকম একটা slippery pitch এ 3rd over এ নামায়?

সুশোভন চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখেন।

সুশোভন : এরা কি ধরনের state coach আমার মাথায় ঢোকে না। (হঠাৎ আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে) আর এই দাড়িটা কেন? জঘন্য লাগছে!

আর্যনীল : এটা কেটে ফেলবো।

সুশোভন : মা দেখলে এখুনি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে (কয়েক মুহূর্ত হঠাৎ করেই চুপ) ও, অপর্ণা তো নেই... কবে চলে গেল? Nineteen ninety...nine না seven?

আর্যনীল স্থির তাকিয়ে আছে সুশোভনের দিকে। সুশোভনের মুখে অসহায় বিষণ্ণতা।

8 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

সুশোভনের ঘরে আসে আর্যনীল। মল্লিকা বিছানার চাদর ঝাড়ছে। আর্যনীল সোজা জানালার পাশের টেবিলের দিকে যায়। কিছু বই, খবর কাগজ রয়েছে।

আর্যনীল : পড়ে এখনো?

মল্লিকা : ওই মাঝে মাঝে হাতে নেন। মন দিতে পারেন না। কাগজও পড়েন না। জোর করলে রেগে যান—'যতসব বাজে খবর, পড়বো না'।

আর্যনীল : টিভি?

মল্লিকা : না। চালালে বিরক্ত হন। আগে খেলাটা দেখতেন। সকালে আমি এফ এম চালিয়ে দিই, ওটা শোনেন।

আর্যনীল writing desk এর ড্রয়ার খোলে। ছবি আঁকার তুলি, রঙের বাক্স, টিউব ইত্যাদি রয়েছে। একটা ছবি আঁকার খাতা বার করে। প্রথম কয়েকটা পাতায় আঁকা ছবি, পরের পাতাগুলো খালি।

আর্যনীল : পেটটা কিরকম ফোলা মনে হল।

মল্লিকা : ওটা গ্যাসের জন্যে। এখন তো রোজ Polycrol খাচ্ছেন। কমে যাবে।

দরজার মুখে আসে কাজের লোক রবি।

রবি : এই, তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও। এতক্ষণ প্লেনে করে এসেছো।

আর্যনীল : আপনারা ... বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না বোধহয়, না?

হঠাৎ আর্যনীলের এমন প্রতিক্রিয়ায় মল্লিকা অপ্রস্তুত। কাজের লোকও চুপ করে যায়।

আর্যনীল : আমার তো মনে হচ্ছে এটা পুরোপুরি acute loneliness থেকে হচ্ছে। একটা বয়স্ক লোক, কেউ যদি তার সঙ্গে কথা না বলে, interact না করে...তার তো mental problem হবেই...

মল্লিকা : উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। রবিদা জানে, একদিনে পুরো একটা উপন্যাসের গল্প শেষ করতেন।

রবি : সে খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ, কিছু বলতে গেলে তেড়ে আসছে। 'গল্প শেষ হবে, তবে খাবো'।

মল্লিকা : এখন মনটাই অন্যরকম হয়ে গেছে।

রবি : দেখলে তো ... প্রথমবার কথাই বললো না। পরেরবার একেবারে...

রবি হঠাৎ করেই থেমে যায়। কারণ দরজার মুখে সুশোভন। ঘরে ঢুকে আসেন। হাতে খবরের কাগজ। টেবিলের দিকে এগিয়ে যান সুশোভন। বসেন। মাথা ঝুঁকিয়ে। রবি আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে দেখে।

রবি : ওপরের ঘরে চলে যেও।

আর্যনীল মাথা নাড়ে। রবি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মল্লিকা সুশোভনের সামনে।

মল্লিকা : আবার কি ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে? হট ব্যাগ দেবো?

সুশোভন মাথা নাড়েন। না।

আর্যনীল বাবার জন্যে একটা magnifying glass এনেছে।

আর্যনীল : এতে আলো আছে।

আর্যনীল টেবিলে রাখা খবর কাগজের ওপর আলো ফেলে দেখায়।

আর্যনীল : ছোট লেখা পড়ার জন্যে macro lens। এই লেখাগুলো পড়তে অসুবিধে হয় তো তোমার।

সুশোভন : খবর কাগজ বন্ধ করে দে। Violence, intolerance, মানুষের প্রতি ঘৃণা ... পয়সা খরচ করে কেন পড়বো!

সুশোভন চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। ব্যস্ত হয়ে পাশের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যান। ওঁর হাতের মুঠোয় ধরা একটা ছোট ইঁটের টুকরো। দেওয়ালে খসখস করে লেখেন।।

সুশোভন : We look forward to the time when the power of love will replace the love of power.

মল্লিকা আর্যনীলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মল্লিকা : (নিচুস্বরে) গাছের টব থেকে তুলে এনেছেন ... ইঁটের টুকরো।

সুশোভন এখনো দেওয়ালের ওপর ইঁটের টুকরো দিয়ে লিখছেন। আর্যনীল তাকিয়ে আছে।

সুশোভন : কার কথা এটা?

সুশোভন ফিরে তাকান। সরাসরি আর্যনীলের দিকে। তীব্র দৃষ্টি। আর্যনীল বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আর্যনীল : (অস্ফুটস্বরে) Gladstone.

সুশোভন : Good... but your beard looks awfully bad!

আবার খসখস করে দেওয়ালে লিখতে থাকেন সুশোভন। এবারে capital অক্ষরে।

সুশোভন : William Ewart Gladstone.

9 INT. DAY. HOSPITAL RECEPTION

বিকেলবেলা। হাসপাতালের OPD। পর পর সার দিয়ে বসার চেয়ার। প্রায় ভর্তি। কয়েকজনকে দেখলেই বোঝা যায়, তারা রুগি। নানা বয়সের। পুরুষ বা মহিলা। পিছনে বিশাল কাঁচের জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে আর্যনীল। জানালার বাইরে পড়ন্ত বিকেল। আর্যনীল সেদিকে তাকায়।

10. INT. DAY. HOSPITAL. DOCTOR'S CHAMBER

চেম্বারের মধ্যে ডাক্তারের সামনে আর্যনীল।

আর্যনীল : বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলতে গিয়েছিলাম। লখনউ, ১৯৯৩। দিল্লীর কাছে আমরা ৮৭ রানে হেরে যাই। রাতে ট্রাঙ্ককল করে বাবাকে

সব বলেছিলাম। একদম intricate detail। বাবা সেটাই চাইতো। ওই, সলিল রায়কে nightwatchman নামানো হয়েছিল ... everything.

ডাক্তার : তার মানে আপনার Chicago থেকে আসাটা ওঁর কাছে লখনউ থেকে ফেরা।

আর্যনীল : তাই তো মনে হচ্ছে।

ডাক্তার : আপনার মা কবে মারা গেছেন?

আর্যনীল : ১৯৯৯। নভেম্বর। আঠেরো বছর হলো ...

ডাক্তার : আপনার ভাই বা বোন ... কেউ এখানে?

আর্যনীল : না না, আমি only and ... late child.

ডাক্তার : বাবার বন্ধুবান্ধব...কেউ দেখা করতে আসেন?

আর্যনীল : না, খুব কাছের বন্ধুদের মধ্যে দু'জন ক'বছর আগে মারা গেছেন। আর একজন মাঝে মধ্যে আসতেন, এখন অসুস্থ।

ডাক্তার কোনো উত্তর না দিয়ে লিখছেন।

ডাক্তার : তার মানে আপনার বাবা একেবারে একা?

আর্যনীল : না, last দু'বছর একজন বাড়ীতে থাকেন ... sort of housekeeper.

ডাক্তার : বাজার-হাট, ব্যাঙ্ক? Running the house বলতে যা বোঝায়?

আর্যনীল : ওই মহিলাই করেন ... she is quite enlightened ...বাবা ওঁর সঙ্গে interact করেন।

ডাক্তার : Bathroom যাওয়া, স্নান?

আর্যনীল : মোটামুটি নিজেই করে। একা বেরোনোয় একটু problem হচ্ছিল। রাস্তায় পড়েও গিয়েছিল দু-একবার।

ডাক্তার আর্যনীলের দিকে তাকান।

আর্যনীল : এবার আসার পর থেকে ... আমার দাড়িটা ... (হেসে) পছন্দ হয়নি।

ডাক্তার : আগে দাড়ি ছিল না?

আর্যনীল : কোনদিনই ছিল না। এটা ... just এক মাস হলো। একটা ফোড়া হয়েছিল।

ডাক্তার : এখন তো সেরে গেছে? (হাতের prescription-এ মুখ ফেরায়)

আর্যনীল : হ্যাঁ।

ডাক্তার : বাবার বয়েস ৮৪ বললেন, না?

আর্যনীল : হুঁ।

11 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. ARYANIL'S ROOM

রাত। সুটকেস খোলে আর্যনীল। কিছু জিনিসপত্র খাটের ওপর রাখে। কাজের লোক ঘরে ঢোকে। হাতে mosquito repellant। দু'ধারে দুটো সুইচবোর্ডে লাগাতে যায়।

রবি : দুটো জ্বালিয়ে রেখো। মশার উৎপাতে টেঁকা দায়।

আর্যনীল : Pest control থেকে স্প্রে করেনা?

রবি : ও দু'দিন কম থাকে। তারপর যে কে সেই। এসি ঠিক চলছে তো?

আর্যনীল : হুঁ।

রবি : যাক। এতদিন বন্ধ পড়েছিল তো।

আর্যনীল বাথরুমের দরজা খোলে। ভেতরে ঢুকে যায়।

12. INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. ARYANIL'S BATHROOM

আর্যনীল আয়নার সামনে আসে। হাতে ধরা shaving foamএর can, razor সাবান, aftershave ইত্যাদি। মুখে shaving foam লাগায়। গোঁফটা বাদ রেখে গালে, গলায় লাগায়। তারপর সরাসরি আয়নার দিকে তাকায়। বাথরুমের দরজা খোলা, তাই আয়নায় ঘরের ভেতরে reading desk-এর ওপরে রাখা বহু বছর আগের ব্যাট হাতে আর্যনীলের ছবি, sheild, trophy, ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে আর্যনীল। কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ কল খুলে জল নিয়ে মুখে লাগানো foam ধুয়ে ফেলে। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নেয়। দাড়ি কাটলোনা আর্যনীল।

13 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. DINING ROOM

রাত ন'টা। সুশোভন খেতে বসেছেন। বাজনা বাজছে। Instrumental music। আর্যনীলের ম্যাকবুকের পাশে রাখা portable Bose speaker-এ। বাবার সামনে বসে। দূরে দাঁড়িয়ে মল্লিকা। কাজের লোক পরিবেশনে ব্যস্ত। সবাই চুপ। বাজনা শেষ হয়।

আর্যনীল : কেমন লাগলো?

সুশোভন মাথা নাড়েন। অন্যমনস্ক।

আর্যনীল : এই pieceটার নাম Human Mind। আমার এক colleague আছে, Daniel Gordy...ওর compose করা...

সুশোভন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে মল্লিকার দিকে তাকান।

সুশোভন : এই ... লাইব্রেরীর বইটা ফেরৎ দিতে হবে। কবে last date দেখো...

আর্যনীল : কি বই?

মল্লিকা : জানিনা।

সুশোভন শুনতে পান না। খাচ্ছেন। আর্যনীল ম্যাকবুক আর স্পিকারটা খাওয়ার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পাশের ক্যাবিনেটের ওপর রাখতে যায়।

সুশোভন : আমাদের এই যে transition... from British colonialism to independence... and partition। একটা বাচ্ছা...ঠিক ওই সময় জন্মায়—14th August, 1947, রাত বারোটা।

সুশোভন হঠাৎ চুপ করে যান। খাওয়া থেমে গেছে।

সুশোভন : এই ... আর ভালো লাগছেনা। তুলে নাও।

রবি ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

রবি : এই রুটিটা খেয়ে নাও বাবু।

মল্লিকা : ছানার ডালনা আছে ... আপনি তো ভালোবাসেন।

সুশোভন : না, আর খাবো না।

আর্যনীল : তুমি কি Midnight's Children-এর কথা বলছিলে?

সুশোভন : (অন্যমনস্ক হয়ে) পড়েছিস?

আর্যনীল : হুঁ।

সুশোভন : (ঠোঁটের কোনে হাসি) ও। আমার আগে তোকে পড়তে দিয়েছে। কাল একবার ময়ূরাক্ষীকে আসতে বলিস তো...University থেকে বিকেলের দিকে যদি আসতে পারে।

আর্যনীল দেখে মল্লিকার দৃষ্টি ওর ওপর।

রবি : বাবু, এইটুকু খেয়ে নাও।

সুশোভন : আঃ... বিরক্ত করোনা। খালি গান্ডে পিন্ডে খাইয়ে দিয়ে ... কাল থেকে রাতে আমি খাবোনা।

মল্লিকা : (রবিকে) থাক।

রবি খাবারের থালা বাটি তুলতে যায়।

সুশোভন : বাচ্ছাটার অদ্ভুত ক্ষমতা। সে অনেককিছু দেখতে পায়... some sort of telepathic vision। এটা হয়... জানিস...? আমার বাবাকে বলা হয়নি পিসি মারা গেছে... সবাই যেমন করে, শেষ বয়েসে খারাপ খবর দিয়ে আর কি হবে... বাবা কিন্তু পুরোটা দেখতে পেত। আমায় বলেছিল ... একদম detailed description of pishi's death...

আর্যনীল স্থির তাকিয়ে আছে সুশোভনের দিকে।

সুশোভন : এরকম হয়...

চুপ করে যান সুশোভন। কি নিয়ে যেন ভাবতে থাকেন।

14 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. VERANDAH

রাত সাড়ে এগারোটা। নিস্তব্ধ রাস্তা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আর্যনীল। কোলের ওপর রাখা ম্যাকবুকে Skype screen-এ ১৫/১৬ বছরের বাচ্ছা ছেলের মুখ। আর্যনীলের ছেলে। ওর হাতে একটা বাইনাকুলার।

15. INT. NIGHT. HOSTEL ROOM

ছেলে : Ma gave it to me last month... size এ একটু ছোট, কিন্তু আমি কি করে জানবো তুমিও ওটাই আনবে। একবার যদি বলতে, I would have told you...

Cut to

আর্যনীল : It's ok বাবা। আমি আরও অনেক জিনিস এনেছি তোমার জন্যে। ওটা তোমায় দেবনা।

Cut to

ছেলে : Ohh... আর কি এনেছো? না থাক, বোলোনা। let it be a surprise... কবে আসছো তুমি? tomorrow or thursday?

Cut to

আর্যনীল : না, মা তো কাল যাচ্ছে। আমি ক'দিন পরে যাবো।

Cut to

ছেলে : Ok, weekend এ এসো। don't go beyond that. mid next week আমাদের

দুটো ক্লাস টেস্ট আছ।

আর্যনীল : ঠিক আছে। we will talk and decide। এখন শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে। Good night.

ছেলে : It's only eleven বাবা। পরীক্ষার আগে আমি regularly বারোটা অবধি পড়ি। (হাতের ঘড়িটা দেখায়) ও, মা এটাও দিয়েছে, my new watch...

আর্যনীল : বাঃ।

ছেলে : Ok, see you soon, bye... goodnight.

আর্যনীল : Goodnight.

ছেলে হাত নাড়ে। অনেকবার।

আর্যনীলও হাত নাড়ে। Skype disconnect করে।

কোনের ঘর থেকে মল্লিকা বেরোয়। আর্যনীলকে দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়।

মল্লিকা : আপনার ঘরে মশার ধুপ জ্বালিয়েছে তো?

আর্যনীল : হুঁ।

মল্লিকা পাশের ঘরে ঢোকে। সুশোভনের ঘর। আর্যনীল সামনে তাকায়। উল্টোদিকের বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। একজন ১৬/১৭ বছরের ছেলে, হাতে বই, পায়চারি করে পড়ছে। নির্ঘাৎ কাল পরীক্ষা। ছেলেটির মা ঘরে ঢোকে। হাতে কাপ আর জলের বোতল। ছেলের সাথে কথা বলে। চলে যায়। ছেলেটি কাপে চুমুক দেয়। একদৃষ্টিতে দেখছে আর্যনীল। মল্লিকা সুশোভনের ঘর থেকে বেরোয়। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দেয়।

মল্লিকা : ক'দিন আগে ঘুমের মধ্যে মুখে একটা আওয়াজ করছিলেন। রোজ খেয়াল রাখছি, আবার হলে ডাক্তারকে জানাতে হবে।

আর্যনীল : ডাঃ সেনগুপ্ত তো মারা গেছেন।

মল্লিকা : হ্যাঁ, এখন কিছু হলে ডাঃ রায়কেই জানাই।

আর্যনীল : সেরকম হলে, আপনি রাত্তিরে বাবার ঘরেই তো শুতে পারেন...

মল্লিকা কোনো উত্তর দেয় না। আর্যনীল বোঝে, কথাটা হয়তো এভাবে সরাসরি বলা ঠিক হয়নি। সে ম্যাকবুক স্ক্রীনে চোখ ফেরায়।

মল্লিকা : ডাঃ সেনগুপ্ত মারা গেছেন, ওঁকে কিন্তু বলা হয়নি।

আর্যনীল : কেন?

মল্লিকা অপ্রস্তুত।

মল্লিকা : খুব কষ্ট পাবেন। একেবারে বন্ধুর মতো ছিলেন।

আর্যনীল : বলে দিন। কতদিন লুকিয়ে রাখবেন?

মল্লিকা : না। এই বয়সে খারাপ খবর দিয়ে লাভ নেই। আমি বলেছি, উনি দিল্লী চলে গেছেন।

মল্লিকার দৃঢ় উত্তর। আর্যনীল আর কিছু বলেনা।

মল্লিকা : (অস্ফুটে) গুডনাইট।

আর্যনীল : গুডনাইট।

মল্লিকা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর্যনীল বসে থাকে।

16 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE.
SUSHOBHAN'S ROOM

সকালবেলা। সুশোভন সবে স্নান করেছেন। মাথা মুছিয়ে দিচ্ছে রবি। চুল আঁচড়ে দেয়। এফ এম চলছে। সংযোজক মেয়েটি টানা কথা বলে যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া সময়, মুহূর্ত, প্রিয় মানুষ নিয়ে আজ অনুষ্ঠান। আর্যনীল ঘরে ঢোকে।

আর্যনীল : গুড মর্নিং।

সুশোভন : মর্নিং।

রবি পাউডারের টিন হাতে নেয়। ঠিক সেই সময় নিচে কলিং বেল বাজে।

রবি : উফ্, এই মাছওলাটা ভারি বদ। কোনোদিন সময়ে আসেনা।

আর্যনীল : দেখি, আমায় দাও।

আর্যনীলকে পাউডারের টিনটা দিয়ে চলে যায় রবি। এফ এমে বাজছে—'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু।"

আর্যনীল সুশোভনের ঘাড়ে, গলায় পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছে।

সুশোভন : তুই কি করছিস এখন?

আর্যনীল : যা করতাম। তুমি তো খুব সুন্দর করে লোককে বুঝিয়ে দিতে cloud computing ব্যাপারটা কি? দেখি কেমন মনে আছে?

সুশোভন : তোর মন ভালো নেই।

আর্যনীল স্তব্ধ, হতভম্ব। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

17 EXT. DAY. INSIDE CAR

সকাল ১১টা। অর্ণবের গাড়ির পিছনের সিটে অর্ণব ও আর্যনীল। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে।

অর্ণব : জেঠুর এই ব্যাপারটা কোনোভাবে insanity নিশ্চয়ই নয়?

আর্যনীল উত্তর দেয় না।

অর্ণব : ওটাই বড্ড ভয় করে...

আর্যনীল চুপ।

অর্ণব : তবে এটা খুব common, জানো... এই living in the past, আমার এক বন্ধুর বাবা last year এ মারা গেলেন... একদিন ছেলেকে ডেকে বলছেন, 'শোন, কাল বিকেলে কোথাও বেরোসনি'। তো আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন বাবা? কোনো কাজ আছে?' তখন বলছেন, 'না কাল আমার বিয়ে, বুঝলি... অনেক কাজকর্ম আছে... তুই না থাকলে কে সব সামলাবে...' (হেসে) বোঝো কি অবস্থা।

আর্যনীল : ব্যাস, এই সামনে নামবো।

অর্ণব : (driverকে) বাঁদিকে রাখো।

গাড়ী দাঁড়ায়।

আর্যনীল : Thank you.

অর্ণব : আরে, Thanks আবার কি, বিকেলে ফোন করবো।

আর্যনীল নেমে যায়। গাড়ি চলে যায়। আর্যনীলের হাতে একটা প্যাকেট।

18 EXT. DAY. ROAD

রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে যায় আর্যনীল। ছোট গলিতে ঢোকে। বেশ নির্জন। একটা বাড়ীর নিচে ইস্তিরিওলা। তাকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করে। সে ইশারায় দেখায়।

19 EXE. DAY. OUTSIDE BIBHAS'S HOUSE

পুরানো দোতলা বাড়ি। আর্যনীল বেল বাজায়। একজন মাঝবয়সি লোক দরজা খোলে।

আর্যনীল : বিভাস দত্ত?

বিভাস : (কয়েক মুহূর্ত ভালো করে দেখে) আপনি আর্যনীল?

আর্যনীল মাথা নাড়ে।

বিভাস : আসুন আসুন। কালকেই বুলাই ফোন করেছিল।

20 INT. DAY. BIBHAS'S HOUSE

আর্যনীল ভেতরে ঢোকে। আগেরকার বাড়ি। রংচটা দেওয়াল।

বিভাস : কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন। নিজে কষ্ট করে ... আসুন।

ঘরে ঢোকে। বেশ খারাপ অবস্থা। আসবাব, পর্দা সবকিছুতেই দৈন্যের ছাপ।

বিভাস : বুলাই তো বোধহয় আপনার অফিসেই...?

আর্যনীল : হ্যাঁ।

বিভাস : কি অবস্থা ওখানের? ...শুনি তো হুটহাট করে

ছাঁটাই করে দিচ্ছে। এখানে তো সব ভরাডুবি। মালিকরা জেলে, আর আমাদের মতো agent-রা রাস্তার ভিখারি। এই চিটফান্ডের কারবারও তো আপনাদের ওখানেই শুরু? Charles Ponzi না কি লোকটার নাম?

আর্যনীল উত্তর দেয় না।

আর্যনীল : উঠি। কাজ আছে কয়েকটা।

বিভাস : না, বসুন ২ মিনিট। আমি এটা...

সরাসরি প্যাকেটটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে খোলার চেষ্টা করে বিভাস। পারে না।

আর্যনীল : ওভাবে হবেনা। কাঁচি আছে?

বিভাস : কোথায় রেখেছে এখন... (বিরক্ত হয়ে) দেখছি...

অন্যমনস্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিভাস। আর্যনীল প্যাকেটটা নিয়ে সেলোটেপের মুখটা খোঁজার চেষ্টা করে। পেয়ে যায়। একবার টানতেই প্যাকেটের একটা দিকের সেলোটেপ খুলতে থাকে। বিভাস একটা পুরানো ছুরি হাতে নিয়ে ফেরে।

বিভাস : এটা দিয়ে হবে?

আর্যনীল : না।

অনেকটাই খুলে ফেলেছে আর্যনীল।

বিভাস : বাঃ (খুশি হয়ে) American system তো, যে জানে সেই পারে।

আর্যনীল প্যাকেটের মুখটা খুলে বিভাসের দিকে এগিয়ে দেয়। বিভাস ভেতর থেকে কয়েকটা ছোট বড় জিনিসের বাক্স বার করে। ঘড়ি, পারফিউম, ইত্যাদি। সঙ্গে একটা খাম।

বিভাস : কেন যে এইসব পাঠায়। পয়সা নষ্ট (খামটা ছিঁড়ে একটা কাগজ বার করে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের রসিদ) এইসব ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার বড়ো ঝামেলার। এই রসিদ ব্যাঙ্কে দেখাও, তবে তারা দয়া করে পাস বইয়ে টাকা তুলবে।

দরজার মুখে এসে দাঁড়ায় ২৩/২৪ বছরের মেয়ে। আর্যনীলের দিকে তাকায়।

মেয়ে : চা করি?

আর্যনীল : না না।

বিভাস : তোর কাকার Boss, শিগ্গির চা কর।

আর্যনীল : না। কোরো না।

বিভাস : আপনার এখানে বাবা তো একা থাকেন। কে দেখাশুনা করে?

বিভাসের মেয়ে এগিয়ে এসে কাকার পাঠানো জিনিসগুলো দেখছে।

আর্যনীল : ওই একটা agency আছে... ওরা একজন housekeeper দিয়েছে।

বিভাস : তার হাতে বাড়ি, পয়সাকড়ি ... সব?

আর্যনীল উত্তর দেয়না।

বিভাস : দেখুন ... এখন কত রকম সুযোগ হয়েছে, আমরা জানিই না। (মেয়ের জিনিস দেখায় বিরক্ত) আঃ, থাক না ওগুলো।

মেয়ে অপমানিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিভাস : দেখুন না একে দিয়ে যদি হয় ...

আর্যনীলের মুখ কঠিন। বিভাসের মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর্যনীল : না, এগুলো তো agency থেকে ...

বিভাস : আরে agency তো দালালির ব্যবসা। নাহলে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাননা। আপনিও তো ওখানে একা থাকেন। সব কাজকর্ম করে দেবে। ওর কাকা ওর জন্যে কিছুই করবেনা...

আর্যনীল উঠে পড়ে। দরজার দিকে এগোয়। বিভাস ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

বিভাস : কিছু মনে করলেন নাকি? Sorry!

আর্যনীল ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

21 EXT. DAY ROAD

রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর্যনীল। মুখের ওপর চড়া রোদ। হন হন করে গলির মুখে এগিয়ে যায়। মোড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুটপাথের কোনে একটা পাগল বসে আছে। গায়ে ছেঁড়া চাদর। চোখে কোনো ভাষা নেই।

22 INT. DAY. HOTEL

হোটেল লাউঞ্জে। বসে আর্যনীল। চোখে সানগ্লাস। কিছুটা শান্ত দেখাচ্ছে। অস্থিরতা কেটেছে।

আর্যনীল (VO) : মনটা সত্যিই ভালো নেই। কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

সাহানা আসে। মাঝবয়সি হলেও এখনো সুন্দরী, attractive। বড়লোকি ছাপ মুখে, সাজে, হাঁটাচলায়।

আর্যনীল উঠে দাঁড়ায়। সাহানা ওকে জড়িয়ে ধরে।

সাহানা : উফ্! দূর থেকে তোকে পুরো Michael Douglas লাগছিল রে!

আর্যনীল : কাছে এসে আর লাগছে না?

সাহানা : কাছে এলে তো আমার সেই ক্লাস ৮-এর বন্ধুটা ... যার সঙ্গে অনেক কিছুই হতে পারতো, কিন্তু কিছুই হলোনা!

আর্যনীলের সামনে বসে সাহানা।

সাহানা : এই গোঁফ দাড়ি কবে থেকে?

আর্যনীল : যাঃ! ঘেঁটে গেল Michael Douglas?

সাহানা : কি বলছিস! King of California?

আর্যনীল : ঠিক খুঁজে খুঁজে একটা সিনেমার নাম বার করেছে। মনে আছে? গ্লোবে নুন শো, Basic Instinct...?

সাহানা : উঃ! পুরো এখানে খোদাই করা (বুকের দিকে দেখায়)।

আর্যনীল হাসে।

সাহানা : কি ব্যাপার? এভাবে হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই?

আর্যনীল : বাবার জন্যে।

সাহানা : কি হয়েছে?

আর্যনীল : ওই... some sort of disorientation। মনে তো হচ্ছে neurological.

সাহানা : ইস্ ওরকম একটা brilliant লোক। কত বয়েস হলো রে?

আর্যনীল : ৮৪।

সাহানা : ও বাবা! এবার তো এসব problem হবেই।

আর্যনীল : তোর কি খবর?

সাহানা : বিন্দাস। মেয়ে গেছে Kanpur IIT, বর এখনো বিজনেস নিয়ে লড়ে যাচ্ছে ... আমি free bird.

আর্যনীল : Great !

সাহানা : তোর কেউ জুটলো?

আর্যনীল : পাগল! আবার?

সাহানা : যাঃ... (গলা নামিয়ে) তা শুচ্ছিস টুচ্ছিস তো, কারুর সঙ্গে, নাকি?

আর্যনীল : ধুৎ... কি খাবি বল?

সাহানা : এমা... তুই তো এখনো শোওয়ার কথায় blush করিস রে !

আর্যনীল : মার খাবি এবার ... বল কি খাবি?

সাহানা : এখানে না। চল, poolside এ গিয়ে let's have a drink.

আর্যনীল : চল।

ওরা উঠে পড়ে। Poolside-এর দিকে যায়।

সাহানা : তুই আছিস ক'দিন?

আর্যনীল : (যেতে যেতে) জানিনা।

সাহানা : ছেলে কেমন আছে?

আর্যনীল : ভালো।

আর্যনীল ও সাহানা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায়।

23 EXT. DAY. ROADSIDE

সন্ধ্যে হচ্ছে। ফুটপাথের ধার দিয়ে হেঁটে আসছে সুশোভন ও আর্যনীল। সুশোভনকে কিছুটা অন্যমনস্ক, অসুস্থ দেখাচ্ছে। হাঁটছেনও ধীর গতিতে। আর্যনীলের সজাগ দৃষ্টি সুশোভনের ওপর। ওরা রাস্তার ধারে একটা কফির দোকানে ঢোকে।

24 INT. DAY. COFFEE SHOP

কফির দোকানের ভেতরে আসে ওরা। তেমন ভিড় নেই। এক কোনে ২/৩ জন লোক, আর উল্টোদিকে দু'জন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে।

আর্যনীল : (কোনায় চেয়ার দেখিয়ে) ওখানে বসবে?

সুশোভন মাথা নাড়েন। ওরা এগিয়ে যায়। চেয়ারে বসে। দোকানে পিয়ানো বাজছে। এধার ওধার তাকিয়ে দেখেন সুশোভন।

সুশোভন : (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) fusion music টা ... ভালো হচ্ছে।

আর্যনীল : (হেসে) তুমি তো Orchestra শুনতে— Royal Philharmonic, National symphony...। Fusion আবার কোথা থেকে শুনলে?

সুশোভন : ওই ইয়ে একদিন এনেছিল...। ওর তো নানান ধরনের মিউজিকে interest। ওই একটা... (হাতে কিছু দেখান)।

আর্যনীল : ক্যাসেট?

সুশোভন : হ্যাঁ... ময়ূরাক্ষী এনেছিল। যে composer, একদম বাচ্ছা ছেলে, কয়েকটা তামিল গান

শুনলাম ... চমৎকার...। আমাদের রাগসঙ্গীতের সঙ্গে World music এর fusion.

আর্যনীল : A. R. Rahman?

সুশোভন উত্তর দেন না। হঠাৎ করে চুপ। আর্যনীলের মোবাইল বাজে।

আর্যনীল : Hello Daniel, very good morning (হাতের ঘড়ি দেখে) you are up so early? (হাসে) ...ya, I'm good.... you can tell me right now... no issues.

সুশোভন : আমার মাঝে মাঝে মনে হয়... (ঘাড় ফিরিয়ে কি যেন দেখছিলেন, আর্যনীলের দিকে ফেরেন) নীলু ...

আর্যনীল : Excuse me Daniel, Just a second... (কান থেকে ফোন নামিয়ে) বলো।

সুশোভন : জীবনের কিছু কিছু মুহূর্তে ... you need background music... সিনেমার মতো...

আর্যনীল : বাজছে তো মিউজিক।

সুশোভন : আরে, না না! ওই দেখ...

সুশোভনের দৃষ্টি অনুসরণ করে মুখ ফেরায় আর্যনীল। দূরে কোনায় বসা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দুটি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। মেয়েটি ছেলেটির গালে গাল ঠেকিয়ে কি যেন বলে যাচ্ছে। আর্যনীল সুশোভনের দিকে তাকায়। সুশোভন হঠাৎ সুর ভাঁজতে শুরু করেন।

সুশোভন : ডা রে ডা রা রা ...(হঠাৎ জোরে গেয়ে ওঠেন) ডারা রা রা রা।

আর্যনীল : Sorry Daniel, would you mind if I call you after a while?... ya, thanks, bye... (সুশোভনের গান থামানোর চেষ্টায়) বাবা... বাবা... খুব সুন্দর ... শোনো ... (সুশোভনের হাত চেপে ধরে)

মেনু কার্ড দিয়ে যায় একটি ছেলে। সুশোভনের গান থেমেছে।

আর্যনীল : কফির অর্ডারটা দিয়ে দিই ... (মেনু কার্ডটা বাড়িয়ে ধরে)... বলো, কি খাবে?

সুশোভন কোনো উত্তর দেন না। হঠাৎ নিচু হয়ে কি যেন করতে যান।

আর্যনীল : কি হলো?

সুশোভন মেনু কার্ডটা তুলে নেন। দেখতে থাকেন।

সুশোভন : (মেনু কার্ডে চোখ রেখে, নিচুস্বরে) violinটা নামিয়ে রাখলাম।

আর্যনীল বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোনে হাসি।

25 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE
ARYANIL'S ROOM

রাত সাড়ে আটটা। ঘরে খাটে বসে কাজ করছে আর্যনীল। দরজার মুখে আসে মল্লিকা।

মল্লিকা : আসবো?

আর্যনীল : হুঁ।

মল্লিকা ভেতরে আসে। হাতের ফাইল এগিয়ে দেয়।

মল্লিকা : গত দু'মাসের bill। বাজার, ওষুধ, ডাক্তার, বাকি খরচ, সব আলাদা করা আছে।

আর্যনীল : এগুলো তো আপনি আমায় mail করেন।

মল্লিকা : হ্যাঁ। এখন এখানে আছেন বলে দিলাম।

আর্যনীল ফাইল খুলে দেখে।

মল্লিকা : এবার মনে হয় ওনার জন্য দিনরাতের আয়া রাখতে হবে। Urine hold করতে পারছেন না। ক'দিন থেকে বিছানায় করে ফেলেছেন। যে কাপড় কাচে, চাদর ধোবে না বলছে।

আর্যনীল : ডাক্তারকে জানানো হয়েছে?

মল্লিকা : (মাথা নাড়ে) হ্যাঁ। ওটা prostrate এর problem। বয়েসে হবেই। আর ভেজা চাদরে ঝট করে bedsore হয়ে যায়।

আর্যনীল : তাহলে ক'দিন আয়া রাখুন। আপনাদের agency থেকে দেবে?

মল্লিকা : না, আয়া সেন্টার আছে। ফোন করছি।

আর্যনীল উত্তর দেয় না। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়।

মল্লিকা : দুদিন বাড়ি ঘুরে আসবো?

আর্যনীল : সে কি? এখানে কে থাকবে?

মল্লিকা : কাল থেকে আয়া আসবে। আর আপনি তো আছেন।

আর্যনীল : না না, আমি ২/৩ দিনের বেশি থাকতে পারবোনা। তার মধ্যে একদিন Dehradun যাবো, ছেলের কাছে।

মল্লিকা এবার চুপ।

আর্যনীল : আপনি পরে যাবেন। কোনো দরকারে তো যাচ্ছেন না?

মল্লিকা : (নিচুস্বরে) সামনের সোমবার থেকে ছেলের পরীক্ষা। একবার দেখা করে আসবো... ভাবছিলাম।

আর্যনীল কোনো উত্তর দেয়না। ম্যাকবুক স্ক্রীনে চোখ ফেরায়। মল্লিকা দরজার দিকে এগোয়।

আর্যনীল : আমি কিন্তু permanently আয়া রাখবো না। এখন কদিন থাক। problemটা কমে গেল, বন্ধ করে দিতে হবে।

মল্লিকা : আচ্ছা।

মল্লিকা ঘর থেকে চলে যায়। আর্যনীল কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল বেজে ওঠে।

আর্য্যনীল : Hello Raghu, ya I'm sending the mail... working on it... just give me 2 mins.

26 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

চেয়ারে বসে আছেন সুশোভন। বিছানার চাদর তোলে মল্লিকা। oil cloth পাতে তোষকের ওপর। তার ওপর চাদরটা বিছিয়ে দেয়। দরজার মুখে আসে আর্যনীল। মল্লিকা খাটের পাশ থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে সুশোভনের ঠিক সামনে রাখে। আর্যনীলের জন্যে।

আর্যনীল : এখানে একটা কফির দোকান আছে। ব্যাঙ্কের পাশের রাস্তায়। ওখানে নিয়ে যাবেন।

মল্লিকা মাথা নাড়ে।

আর্যনীল : (জোর গলায়, সুশোভনকে) আজ সন্ধ্যেবেলা Irish Coffee খেলে... কেমন লাগলো?

সুশোভন মুখ তুলে তাকান। কি যেন ভাবেন।

সুশোভন : (অস্ফুটে) কি জানি।

মল্লিকা : ভুলে গেছেন।

আর্যনীল : (বিরক্ত হয়ে) না না, ভুলবে কেন? শুনতে পায়নি (সুশোভনের সামনে আসে) আমরা কফি খেতে গেলাম... বিকেলে...

সুশোভন মাথা নাড়েন।

আর্যনীল : কি কফি খেলে? তুমি তো নিজে মেনু দেখে বাছলে?

সুশোভন কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। লাজুক হাসেন।

সুশোভন : মনে পড়ছে না।

আর্যনীল : মনে করার চেষ্টা করো... ঠিক পারবে।

আবার চুপ সুশোভন।

আর্যনীল : কফির নামটা কি?

সুশোভন এখনো চুপ।

আর্যনীল : দাঁড়াও, তোমায় একটা clue দিচ্ছি। কফির নামের সঙ্গে North Atlantic এর একটা island এর নাম...

সুশোভন : (বিরক্ত হয়ে) আঃ, মনে পড়ছেনা। ভালো লাগছে না।

আর্যনীল চুপ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুশোভন মাথা নামান।

সুশোভন : (নিচুস্বরে) মনে থাকলে.... কেন বলবো না...

দূরে মুখোমুখি বসে আর্যনীল ও সুশোভন। খাটে মশারি টাঙায় মল্লিকা।

27 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. VERANDAH

পরেরদিন সকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় সুশোভনের ইজিচেয়ার। একপাশে দাঁড়িয়ে আর্যনীল।

আর্যনীল (VO) : সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি। এমন দিনে তুমি ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে।

নিচে ফেরিওলা ডাকছে—'পুরানো হারমোনিয়াম, গ্রামাফোন, সেলাই মেশিন, টেপ রেকর্ডার' লোকটা হাঁক থামিয়ে আর্যনীলের দিকে তাকায়।

ফেরিওলা : দাদা, পুরানো কিছু আছে?

আর্যনীল লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

28 INT. DAY. HOSPITAL CORRIDOR

হাসপাতালের corridor দিয়ে হাঁটছে ডাক্তার ও আর্যনীল।

ডাক্তার : এগুলো typical delusion... মনের মধ্যে এমন কিছু ধারণা, বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই।

আর্যনীল : মাস ছয়েক আগে আমাদের house physician কয়েকটা test করিয়েছিলেন—thyroid, vitamin deficiency...

ডাক্তার : হ্যাঁ, দেখলাম তো। আসলে, অনেকগুলো factors আছে। আপনার বাবার যা বয়েস কিছু অসুখবিসুখ থাকবেই। ওনার যেমন hypertension, cervical spondylosis ছিল। এর সঙ্গে age-related neurological dysfunction গুলো যোগ করুন... confusion, depression... dementia...। তাই সবকিছুই affected হচ্ছে - memory, judgement, movement... everything!

29 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. PASSAGE

শোওয়ার ঘর আর বাইরের ঘরের মাঝে লম্বা সরু প্যাসেজ। দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার। হেঁটে আসছিলেন সুশোভন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মল্লিকা দেখতে পায়।

মল্লিকা : ওকি! ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন?

সুশোভন : তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?

মল্লিকা : (হেসে) কোথায় যাবো?

সুশোভন : না, এরকম চলে যেওনা... (নিচুস্বরে) আমার ভয় করে।

মল্লিকা সুশোভনের হাত ধরে।

মল্লিকা : আসুন।

30 INT. DAY. HOSPITAL CHAMBER

ডাক্তার ও আর্যনীল OPD-তে নিজের chamber-এ। ঘরে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে।

আর্যনীল : পঁচিশ বছর আগের কথা detail-এ মনে আছে।

ডাক্তার : হ্যাঁ, পুরানো কথা... ছবির মতো মনে থাকবে। কিন্তু আজ দুপুরে চচ্চড়ি খেয়েছেন না ডিমের ডানলা, সেটা বলতে পারবেন না। আপনার দাড়ি গোঁফ নিয়ে কি একটা বলছিলেন না?

আর্যনীল : আর বলছেনা। ভুলে গেছে।

ডাক্তার : যাক, good for you! (এ্যাসিস্ট্যান্টকে) ওনার বাবা ভর্তি হবেন। general routine test গুলো তো হচ্ছেই—MRI, EEG add করে দাও।

এ্যাসিস্ট্যান্ট : Ok Sir.

ডাক্তার : আর Psychometryর জন্যে Geriatric এ ওকে বলতে হবে... ওইযে (মনে করতে পারেন না; হেসে ফেলে)... দেখুন, আমাদেরও শুরু হয়ে গেছে... নামটা কি?

এ্যাসিস্ট্যান্ট : Dr. Sabir?

ডাক্তার : সাবির, সাবির... আমি ফোন করছি (মোবাইল তুলে নেন, আর্যনীলকে) আপনি ভর্তি করে দিন...

আর্যনীল : আচ্ছা।

ডাক্তার : (এ্যাসিস্ট্যান্টকে) তোমার নম্বরটা দিয়ে দাও...

(আর্যনীলকে) আপনি ওর সঙ্গে co-ordinate করে নেবেন...he will arrange everything.

আর্যনীল মাথা নাড়ে।

31 INT. DAY. SAHANA HOUSE. BEDROOM

শোওয়ার ঘর। সাহানার বাড়ি। বিশাল জানালার পর্দা টানা। মাঝে শুধু একটুখানি ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। দুপুরের আকাশ। কড়া রোদ। আর্যনীল খাটে শুয়ে। হাতে সিগারেট। পাশে খাটের ব্যাকরেস্টে ঠেসান দিয়ে বসে সাহানা।

আর্যনীল : কি horrible একটা phase। ওরকম brilliant একজন মানুষ... আস্তে আস্তে সবকিছুর থেকে disconnected হয়ে যাচ্ছে। পরেরবার যখন আসবো, আমায় হয়তো চিন্তেই পারবেনা।

সাহানা আর্যনীলের সিগারেটটা নেয়।

সাহানা : তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি?

আর্যনীল পাশ ফিরে চিৎ হয়ে শোয়।

আর্যনীল : রবিদা, মল্লিকা, কাল থেকে একজন আয়া আসবে। এত লোক যদি ওখানে রাখতে হয়... bankrupt হয়ে যাবো।

সাহানা : মল্লিকা... nurse?

আর্যনীল : (মাথা নাড়ে) housekeeper ...

সাহানা : ও, সেই Agency-র? সে তো bank, ডাক্তার সবই করে বললি?

আর্যনীল মাথা নাড়ে। দুজনেই চুপ। আর্যনীল সাহানার কাছ থেকে সিগারেটটা নেয়।

সাহানা : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

আর্যনীল উত্তর দেয় না। সাহানার দিকে তাকিয়ে আছে। সাহানা কি যেন চিন্তা করে।

সাহানা : না, থাক।

আর্যনীল সাহানার কোলের ওপর হাত রাখে।

আর্যনীল : আমার রোজগার থেকে চারটে funding হয়। এখানে বাবা, Dehradun-এ আমার ছেলে, from my first marriage। Chicagoয় আমার থাকা আর 2nd divorce এর spousal support ... alimony.

সাহানা চুপ করে আছে।

আর্যনীল : যেই শোনে, বেশ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে যায়।

নিজের মনে হাসে আর্যনীল। বেডসাইড থেকে মোবাইলটা নেয়। গ্যালারি খুলে ছেলের ছবি বার করে। সাহানাকে দেখায়।

সাহানা : কি মিষ্টি দেখতে হয়েছে! কত বয়েস হলো রে?

আর্যনীল : ষোলো।

সাহানা : (মোবাইলের ছবিগুলো দেখছে) ডুন স্কুল, না?

আর্যনীল মাথা নাড়ে।

সাহানা : ওর মা ছেলেকে দেখতে যায়?

আর্যনীল আবার মাথা নাড়ে।

সাহানা : তোর সাথে দেখা হয়েছে?

আর্যনীল : না। Dubai-এ থাকে। Last ৫/৬ বছর ওখানে।

সাহানা : ছেলের ব্যাপারে কথাবার্তা... ফোনে?

আর্যনীল : Mostly mail এ। খুব দরকার পড়লে...ফোন।

সাহানা আর্যনীলকে ওর মোবাইল ফেরৎ দেয়।

সাহানা : আমি শুধু মাঝে মাঝে ভাবি, তুই এত sensitive একজন মানুষ, অথচ দুবার বিয়েটা কেন work করলো নারে?

আর্যনীল : Sensitivityর সঙ্গে বিয়ের কোনো connection আছে ... কে বললো তোকে?

সাহানা আর্যনীলের দিকে চেয়ে আছে।

আর্যনীল : (নিচুস্বরে) Bullshit.

32. INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

রাত আটটা বাজে। সুশোভনের ঘর। বাজনা চলছে music system-এ। চেয়ারে বসে সুশোভন। একজন বয়স্ক আয়া বসে আছে মাটিতে। আলমারি খুলে সুশোভনের নানান medical report বার করে একটা ফাইলে গুছিয়ে রাখছে মল্লিকা। সুশোভনের কিছু জামাকাপড় খাটের একপাশে রাখে। ফাইল হাতে নিয়ে, আলমারি বন্ধ করে মল্লিকা।

মল্লিকা : (আয়াকে) এদিকে আসুন। (জামাকাপড় দেখিয়ে) এগুলো পাট করে রাখুন।

মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

33 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. ARYANIL'S ROOM

আর্যনীলের ঘর। মল্লিকা দরজায় টোকা দেয়।

আর্যনীল : আসুন।

মল্লিকা ভেতরে ঢোকে। আর্যনীল খাটে শুয়েছিল। উঠে বসে। সুশোভনের ঘরের বাজনা এখানেও শোনা যাচ্ছে। মল্লিকা ফাইলটা টেবিলের ওপর রাখে।

মল্লিকা : রিপোর্টগুলো আমি date অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছি।

আর্যনীল : Thank you। দু'দিন তো হাসপাতালে থাকছে। আপনি বাড়ীতে ঘুরে আসুন।

মল্লিকা অবাক। হঠাৎ করেই এমন ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে আশা করেনি।

মল্লিকা : আচ্ছা।

মল্লিকা দরজার দিকে এগোয়। আর্যনীল ফাইলটা হাতে নেয়।

আর্যনীল : কত বড়ো... আপনার ছেলে?

মল্লিকা দরজার মুখে দাঁড়ায়।

মল্লিকা : ১১ বছর।

আর্যনীল : এক মিনিট।

মল্লিকা দাঁড়ায়।

আর্যনীল খাটের পাশে রাখা সুটকেস থেকে একটা প্যাকেট বার করে।

আর্যনীল : (প্যাকেটের ভেতর থেকে একটা বায়নাকুলার বার করে) এটা ছেলেকে দেবেন।

আর্যনীল ওটা আবার প্যাকেটে পুরে মল্লিকার দিকে বাড়িয়ে ধরে। মল্লিকা ইতস্তত করে।

আর্যনীল : আমার ছেলের জন্যে এনেছিলাম, কিন্তু ওর মা already ওকে একটা দিয়েছে... আমি জানতাম না। নিন।

এবার মল্লিকা নেয়।

মল্লিকা : খুশি হবে। খুব পাখি দেখার নেশা।

আর্যনীল : বাঃ ... চমৎকার। এতে অনেক function আছে। আপনি manual পড়ে ওকে বুঝিয়ে দেবেন।

মল্লিকা : নিশ্চয়ই, অনেক ধন্যবাদ।

আর্যনীল জবাব দেয় না। গিয়ে নিজের সুটকেসটা নামিয়ে রাখে। মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

34 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. DINING ROOM

চেয়ারে বসে সুশোভন। সামনের টেবিলে থালায় খাবার। তার পাশেই কাজের লোক রবি। সুশোভনের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে মল্লিকা। কিছুটা দূরে আয়া। আর্যনীল ঘরে ঢোকে।

আর্যনীল : কি হলো, খাবে না কেন?

সুশোভন : খিদে নেই।

আর্যনীল : যতটুকু ভালোলাগে ততটুকু খাও।

সুশোভন চুপ করে আছেন।

আর্যনীল : একটু কিছু খেয়ে নাও ... বাবা।

সুশোভন : তুই কি আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছিস?

আর্যনীল : এ আবার কি কথা! তোমায় তো বললাম। কতগুলো test হবে। কাল দুপুরে হসপিটালে ভর্তি হবে। পরশু রাতে ফিরে আসবে।

সুশোভন চুপ করে আছেন।

রবি : বাবু, চারখান লুচি ভেজে আনবো, খাবেন?

সুশোভন রবির কথার উত্তর দেন না। পকেটে কি যেন খোঁজেন।

মল্লিকা : চাবি এখানে।

বালিশের নিচ থেকে চাবি বার করে সুশোভনকে দেয়।

সুশোভন : হারিয়ে যাবে। তোমার কাছে রেখে দাও।

মল্লিকা আর্যনীলের দিকে তাকায়। চাবি নিজের কাছে রাখে।

সুশোভন : 'ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখিনা আর ঘরের দাবি। সবার আমি ...' (হঠাৎ মনে করতে পারেন না) 'সবারে আমি...।'

আর্যনীল বোঝে, মনে করতে পারছেন না।

সুশোভন : 'সবারে আমি...' (মল্লিকার দিকে ফিরে মুচকি হেসে) টা টা করে যাই।

মল্লিকা হেসে ফেলে।

মল্লিকা : এসব কি আবোল তাবোল বলছেন।

সুশোভন : আবোল তাবোল কোথায়! With an apology to the poet...!

আর্যনীল : এবার খেয়ে নাও...

সুশোভন : তোকে কি যেন বলার ছিল ... something very important। এরা সব এত হইচই করে... আমার মনে থাকেনা।

আর্যনীল বাবার দিকে তাকিয়ে। বাকি সবাই চুপ।

মল্লিকা : আপনি পাশে গিয়ে বসুন। (রবিকে) আমরা বাইরে যাই।

রবি, মল্লিকা বেরিয়ে যায়। আয়া দাঁড়িয়ে নিজের জায়গায়।

মল্লিকা (দরজার মুখে এসে আয়াকে ডাকে) বাইরে আসুন।

এবার আয়া বাইরে বেরোয়। ঘরে শুধু সুশোভন ও আর্যনীল।

আর্যনীল বাবার কাছে আসে।

আর্যনীল : বলো।

সুশোভন বেশ কিছুক্ষণ চুপ।

সুশোভন : এসব কি ওই ... একটু ভুলে টুলে যাই, ওই জন্যে করাচ্ছিস?

আর্যনীল : Just routine test, বাবা।

সুশোভন : আরে শোন, শোন ... অল্পবয়সে you have a big world around you। এখন তো ... my world has shrunk into a tunnel...সামনে শুধু তুই রয়েছিস, আর তো কিছু নেই ...। So why do I need additional memory?

আর্যনীল : বাবা, কাউকে কি additional memory দেওয়া যায়? (হেসে) এই test গুলো, একটা বয়সের পর সকলের করা হয়... (কাঁধে হাত রেখে) just a matter of one day বাবা...

সুশোভন : যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি ওকে একবার আনা যায়?

আর্যনীল : কাকে?

সুশোভন : ময়ূরাক্ষীকে।

আর্যনীল চুপ।

সুশোভন : দেখ্ না একবার ... এত করে বলছি... (আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে) ... আমি তো কখনো কিছু চাইনি...

আর্যনীল স্থির তাকিয়ে আছে ওর বাবার দিকে।

সুশোভন : One last request...

আর্যনীল স্তব্ধ, হতভম্ব।

35. INT. DAY. INSIDE CAR.

ভোরবেলা। গাড়ি চলছে দিল্লী রোডের ওপর। পিছনের সিটে জানালার ধারে বসে আর্যনীল।

আর্যনীল (VO) : শুধু তোমার জন্যেই ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু চিনতে পারবো কিনা জানিনা।

36 EXT. DAY. SERAMPORE. NABAGRAM MORE

গাড়িটা শ্রীরামপুর নবগ্রাম মোড় দিয়ে ভেতরে শ্রীরামপুর টাউনে ঢোকে।

37 EXT. DAY, SERAMPORE TOWN

শ্রীরামপুর। ছোট শান্ত পাড়া। পর পর দুধারে বাড়ি। গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আর্যনীল নামে। এগিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে। দুধারে তাকিয়ে দেখে। চিনে উঠতে পারছে না কোন বাড়ি। সবকিছুই যেন অচেনা ঠেকছে।

38 EXT. DAY. SERAMPORE COLLEGE

শ্রীরামপুর কলেজ। আর্যনীল মাঠ পেরিয়ে বিশাল বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে।

39 INT. DAY. SERAMPORE COLLEGE. LIBRARY

শ্রীরামপুর কলেজ। লাইব্রেরি। জনৈক লোক register বার করে পাতা উল্টে দেখছে।

লাইব্রেরিয়ান : Mayurakshi Mukherjee and Sushobhan Roychowdhury. Role of Press during Bengal Partition, 1997.

ওর সামনে বসে আর্যনীল।

লাইব্রেরিয়ান : কিন্তু কোথাও তো residential address নেই। ময়ূরাক্ষী কি হোস্টেলে থাকতেন?

আর্যনীল : না। এই কলেজের পিছনের রাস্তায়। আমি ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলোনা।

লাইব্রেরিয়ান : এতদিন আগে তো ... খোঁজ পাওয়া মুশকিল। আপনারা এখানে কতদিন ছিলেন?

আর্যনীল : ছ'বছর।

লাইব্রেরিয়ান : তখন কি ময়ূরাক্ষী এখানে থাকতেন?

আর্যনীল : হ্যাঁ। আসলে আমি ওর এখনকার ঠিকানা খুঁজছি।

লাইব্রেরিয়ান : ওঃ। বুঝতে পেরেছি।

40 EXT. DAY. SERAMPORE COLLEGE COMPOUND

কলেজের বাগান দিয়ে হেঁটে আসছে আর্যনীল ও লাইব্রেরিয়ান।

লাইব্রেরিয়ান : আপনার বাবার একটা কথা বলতেন ... আমার খুব মনে আছে। কেউ কোন কারণে মুষড়ে পড়লে বলতেন, সময় পাল্টাবেই। After all, tomorrow is another day. এটা বোধহয় Gone with the Wind এর...

আর্যনীল : Last line...

লাইব্রেরিয়ান : Right। আমার মনে হয় একজন আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমাদের পুরানো লাইব্রেরিয়ান—শশাঙ্কবাবু ...

আর্যনীল : চিনি।

লাইব্রেরিয়ান : ওঁর কাছে চলে যান। এখন অবশ্য একটু depressed হয়ে আছেন। ওঁর নাতনিকে তো মেরে দিল। একটা political case এ জড়িয়ে পড়েছিল। বাজারের মধ্যে, সকাল ১০টায় ... shot dead. কি যে হচ্ছে আজকাল ...!

41 INT. DAY. SERAMPORE. SASHANKA'S HOUSE

শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। দাওয়ায় চৌকিতে বসে শশাঙ্ক। ৯০-এর কোঠায় বয়েস। বৃদ্ধের সামনে চেয়ারে বসে আর্যনীল।

বৃদ্ধ : ময়ূরাক্ষী... বড়ো স্বচ্ছ জল, একেবারে তলা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। ... তবে ওই বর্ষায়

বড় ভয়ানক রূপ... দুকূল ছাপিয়ে বন্যা ... ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আর্যনীল চুপ করে আছে। বৃদ্ধ মুখ তুলে তাকান ওর দিকে।

বৃদ্ধ : বড়ো ভালো মেয়ে ছিল। নম্র, শান্ত... মা ছাড়া আর তো কেউ ছিল না। সেই মাও যখন চলে গেল, তখন কাজের সন্ধানে কলকাতায় চলে গেল। আর তো কিছু জানিনা বাবা...

42 INT. DAY. HOSPITAL CORRIDOR

দুপুরবেলা। হাসপাতালের cash counter-এ টাকা দিয়ে আর্যনীল ফিরে তাকায়। হুইলচেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সুশোভনের হাত ধরে মল্লিকা কি যেন বলছে। আর্যনীল ও জনৈক ward boy ওদের সামনে আসে। হুইলচেয়ার ঠেলে করিডোর দিয়ে এগোয়।

মল্লিকা : আসি।

আর্যনীল : কাল ঠিক চলে আসবেন।

মল্লিকা : নিশ্চই। মেসোমশাইয়ের চাবি।

আর্যনীল নেয়।

আর্যনীল : থ্যাঙ্কস্।

মল্লিকা চলে যায়। আর্যনীল এগোয় সুশোভনের দিকে। lift-এর সামনে হুইলচেয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ward boy। আর্যনীল আসে। সুশোভন ওর দিকে তাকান।

সুশোভন : এতে বসতে ভালো লাগছে না। এমনিই তো যেতে পারি।

আর্যনীল : Sure। উঠে পড়ো (বাবার দিকে হাত বাড়ায়; সুশোভন উঠে দাঁড়ান)

আর্যনীল : (হুইলচেয়ারটা ward boy-এর দিকে ঠেলে) লাগবে না...

Lift আসে। ওরা ভেতরে ঢোকে।

43 INT. DAY. HOSPITAL CABIN

হাসপাতালে সুশোভনের কেবিন। ward boy জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। ঘরে আলো আসে।

আর্যনীল : বাঃ!

সুশোভন খাটে বসে। সামনে দাঁড়িয়ে আর্যনীল।

সুশোভন : অপর্ণার ... হাসপাতালে খুব ভয় ছিল। কোনোদিন ওকে ভর্তি করিনি।

Ward boy চলে যায়। আর্যনীল বাবার সামনে চেয়ারে বসে। বাবার হাতটা ধরে।

আর্যনীল : মা তো শেষে দেড় মাসের ওপর hospital-এ ছিল।

সুশোভন : না। আমি ভর্তি করিনি।

নার্স ঢোকে। হাতে pressure মাপার যন্ত্র।

নার্স : Good afternoon.

আর্যনীল : Good afternoon.

নার্স সুশোভনের blood pressure মাপতে যায়।

সুশোভন : এদের বারণ করে দে, রাত্তিরে পর্দা যেন না সরায়। তাহলে ওই আলোটা আর আসবেনা...

সিস্টার মুখ ফিরিয়ে আর্যনীলের দিকে তাকায়।

আর্যনীল : বলে দেব।

44 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

রাত। সুশোভনের ঘরে ঢোকে আর্যনীল। আলো জ্বালে। Writing desk-এর ড্রয়ারে খোলে। ভেতরের কাগজপত্র দেখে। কি যেন খুঁজছে। আলমারি খোলে। ইতিহাস ও সাহিত্যের বই ভর্তি। ওপরে একটা তাকে কয়েকটা ফাইল দেখতে পায়। সেগুলো নিয়ে টেবিলের সামনে আসে। এক একটা ফাইল খুঁজে দেখছে আর্যনীল। আলমারির মধ্যে খুঁজে পায় ওর ছোটবেলার খেলার গুলি, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পাওয়া certificate, View Master যন্ত্র। তার মধ্যে লাগানো রয়েছে বিশ্বের নামজাদা ক্রিকেটারদের slide - Don Bradman, Len Hutton, Gary Sobers প্রমুখ।

ঘরে ঢোকে কাজের লোক রবি। হাতে আর্যনীলের জন্য চা বিস্কুট। পাশের টেবিলে রাখে।

রবি : বাবু কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

আর্যনীল : কে বললে?

রবি : ওই সবাই যেমন সব বলে ... এরপর চেঁচাবে, মারধোর করবে, জামাকাপড় না পরে রাস্তায় ঘুরবে।

আর্যনীল রবির ওপর চোখ রেখে ওর সামনে আসে। চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

রবি : আয়াটাকে বিদায় করো দেখি।

আর্যনীল : কেন?

রবি : আজেবাজে কথা বলে...। ভালো না।

আর্যনীল উত্তর দেয় না। রবি দরজার দিকে এগোয়।

রবি : এসব উটকো লোক রেখে যেও না।

একটা ফাইল থেকে পুরানো inland letter পায় আর্যনীল। সেটা মন দিয়ে পড়ছে। ময়ূরাক্ষীর লেখা চিঠি।

45 INT. DAY. HOSPITAL. WAITING LOUNGE

পরেরদিন সকাল। হাসপাতালের waiting lounge-এ পর পর সার দেওয়া চেয়ারের লাইন। কোনে বসে আর্যনীল।

আর্যনীল (VO) : ঠিকানা পাওয়ার পরেও রাস্তা খুঁজতে হয়। তুমি কত সহজে বলতে।

সাহানা আসে।

সাহানা : এমনি ভালোই আছেন।

আর্যনীলের পাশে বসে সাহানা।

আর্যনীল : চিনতে পারলো?

সাহানা : হ্যাঁ... মনে তো হয়। হাসলেন। চেহারাটা তো এখনো রাজপুত্রের মতো।

আর্যনীল চুপ করে আছে। সাহানা আর্যনীলের হাতের ওপর আলগোছে হাত রাখে। আর্যনীল ফিরে তাকায়। সাহানা সামনে তাকিয়ে আছে।

সাহানা : একদিন যদি আমরাও মেসোমশাইয়ের মতো পুরানো কোনো সময়ে হারিয়ে যাই।

আর্যনীল কিছু বলে না। সাহানা ওর দিকে তাকায়।

সাহানা : কি ভাবছিস?

আর্যনীল : যদি এমন হয়, তুই পিছিয়ে গেলি, আর আমি পঁচিশ বছর এগিয়ে গেলাম?

সাহানা : (বিরক্ত হয়ে) ধ্যাৎ! যত ফালতু কথা। এই জন্যে কিছু হলো না।

আর্যনীল : কার?

সাহানা : তোর। আবার কার?

আর্যনীল হাসে।

সাহানা : আমার মেয়ে যা self-centered, নির্ঘাৎ বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

আর্যনীলের দিকে তাকায় সাহানা।

সাহানা : 'মা পাগল হয়ে গেছে। we can't take care of her।' বর তো আগেই হাত তুলে দেবে —'মাথা বিগড়েছে, lost case, চিকিৎসা করাটা bad investment।'

আর্যনীল তাকিয়ে আছে সাহানার দিকে। হঠাৎ ওর মুখের বিষণ্ণতা নজরে পড়ে। তবে সেটা মুহূর্তে কাটিয়ে ফেলে সাহানা।

সাহানা : এই, কি করবি, ঠিক করলি? এখানে জাঁকিয়ে বসে আছিস, ফিরতে হবেনা?

আর্যনীল : কাল তিনবার office থেকে ফোন করেছে... next week এ Annual Convention.

সাহানা : ইস্, কি অবস্থা। চলে যা। আমরা তো আছি। তোর ওই জ্যাঠার ছেলে, আর মল্লিকা না কে, ওই মেয়েটির ফোন নম্বর দিয়ে যাস। খোঁজ নেব।

আর্যনীল : ময়ূরাক্ষী নামটা মনে আছে?

সাহানা প্রথমে অবাক। মনে করার চেষ্টা করে।

সাহানা : সেই মেসোমশাইর...

আর্যনীল : শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রী।

সাহানা : হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো উনি তোর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে...

আর্যনীল : তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি desperately...

সাহানা : কেন?

হাসপাতালের Counter থেকে সুশোভনের নাম ডাকে। আর্যনীল ব্যস্ত হয়ে উঠে যায়।

46 INT. DAY. HOSPITAL. DOCTOR'S CHAMBER

হাসপাতালে ডাক্তারের চেম্বার। ডাক্তারের সামনে আর্যনীল।

ডাক্তার : আপনার বাবা... what a brilliant man! কাল এক ঘন্টা স্রেফ আড্ডা মারলাম... and what is so fascinating...আমি তো Rahul Dev Burman থেকে Ramchandra Guha... যা মাথায় এসেছে... জিজ্ঞেস করছি... Most of the time he is unable to connect... হয়তো গুলিয়ে ফেলছেন, ভুলে যাচ্ছেন ... কিন্তু ultimately যে কথাগুলো বলছেন... that's so enlightening...

আর্যনীল শুনছে।

ডাক্তার : এমনিতে প্রফেসর, তার ওপর সাবজেক্ট ইতিহাস... সারাজীবন মাথার মধ্যে অনেক কিছু store করেছেন। Utilisation of working

memory... সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। তার ওপর varied interests... সাহিত্য, গান, ছবি, খেলা (ইশারায় দেখান, সেগুলো মাথায় নিয়েছেন) ... এখন হঠাৎ করে ... brainএ কিছু কিছু জায়গায় ... the cells are not functioning ... (কিছুক্ষণ আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে থাকেন) বুঝতে পারছেন how grave the crisis is? তাছাড়া ওনার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম - you are the most important person in his life। আর আপনি এখানে থাকেন না। That's a big issue...

আর্যনীল ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আছে।

47 INT. DAY. HOSPITAL

কেবিনের খাটে শুয়ে সুশোভন। চোখ বন্ধ। আর্যনীল আসে। চুপ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কপালে হাত রাখে। চোখ খোলেন সুশোভন। ঘোলাটে দৃষ্টি।

সুশোভন : এই, আমায় কতদিন এখানে ফেলে রেখে দিয়েছিস...

আর্যনীল বাবার গালে হাত রাখে। ঠিক যেমন করে বাচ্ছাদের আদর করে। সুশোভন তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে।

আর্যনীল : তুমি তো কাল এলে।

সুশোভন : কাল কোথায়? কতদিন ধরে পড়ে আছি... মাসের পর মাস...

আর্যনীল : ঠিক আছে। আমি একটু পরে এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

সুশোভন : ভুলে যাসনা।

আর্যনীল : ভুলবোনা।

আর্যনীল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

48 EXT. DAY. HIGHRISE ROOFTOP.

দুপুরবেলা। উঁচু highrise এর ছাদ। অনেক নিচে শহর। একটা rooftop restaurant তৈরি হয়েছে। তবে এখনো খোলেনি। এক কোনে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে আর্যনীল ও সাহানা।

সাহানা : তোদের ওখানে rooftop lounge তো ভুরিভুরি... nothing exciting for you.

আর্যনীল : না, তুই যেভাবে ভেবেছিস, বেশ interesting। ওপরের skylight-টা খোলা রাখিস।

সাহানা : Ofcourse, কেউ ধর direct sunlight চাইছে, or you may like to dance in the rain !

আর্যনীল : ফাটাফাটি। আমাদের ওখানে Epic Sky বলে একটা rooftop lounge bar আছে। এসে দেখে যা, অনেক idea পাবি।

সাহানা : Sure। চলে আসছি পরের মাসে, আমার তো ২০১৮ অবধি US Visa আছেই।

আর্যনীল : Ohh অসাধারণ! Date fix করেই আমায় জানাবি।

দু'জনে দু'জনের হাতে চাপড় মারে। ছোটবেলার মত।

সাহানা : যদি যাওয়ার পর কাজ দেখাস না, মাথা ভাঙবো তোর।

আর্যনীল হাসে।

আর্যনীল : তোর এই হুট করে নতুন করে কিছু নিয়ে লেগে পড়াটা আমার দারুণ লাগে।

সাহানা : This is the best option in life... নতুন কিছু ভাব, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়। যদি work করলো ভালো, নাহলে go for the next... ব্যাস।

আর্যনীল : Next-টা ভাবা আছে?

সাহানা : Ofcourse... ভোটে দাঁড়াবো।

আর্যনীল বড়ো বড়ো চোখে সাহানার দিকে তাকায়।

সাহানা : হ্যাঁ। কোনো একটা political party join করবো। ultimate aim হলো... to get a election ticket!

আর্যনীল : এখানে অনেক লোক রয়েছে। নাহলে আমার হাতটা নির্ঘাৎ তোর পায়ের কাছে চলে যেত।

সাহানা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। জড়িয়ে ধরে আর্যনীলকে। ওর মুখের দিকে তাকায়।

সাহানা : লোকে দেখলো তো কি। খুব যদি ইচ্ছে করে, করে ফেল।

আর্যনীল : বুঝেছি। এবার পালাতে হবে...

সাহানা আর্যনীলকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। মুখে অভিমান।

সাহানা : যাওয়ার তো কথা ছিল না।

আর্যনীল : ছিল। তুই জানিস সেটা।

সাহানা : এই শোন, আমায় পরিষ্কার করে বল তো, ময়ূরাক্ষীকে কে খুঁজছে, তোর বাবা, না তুই?

আর্যনীল কিছুক্ষণ সাহানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর্যনীল : যদি ভোটে দাঁড়ানোটাও ফ্লপ করে, next তুই বরং একটা Detective Agency খুলিস।

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে সাহানা। আর্যনীল ওর কাঁধে একটা চাপড় মেরে চলে যায়।

সাহানা : এড়িয়ে গেলি তো? উত্তরটা কিন্তু আমার চাই।

49 EXT. DAY. ROAD

বিকেলবেলা। রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে বাচ্ছা ছেলেরা। ব্যাটসম্যান লুজ বল পেয়ে সপাটে মারে। বোলারের মাথার অনেক ওপর দিয়ে ফিল্ডারের নাগালের বাইরে বল মাটিতে পড়ছে। হেঁটে আসছিল আর্যনীল। অনায়াসে বলটা ক্যাচ করে। উত্তেজিত ফিল্ডিং টিমের বাচ্ছারা চিৎকার করে ক্যাচের appeal করে। আর্যনীল ফিরে দেখে রাস্তার ওপর সাদা চক দিয়ে টানা বাউন্ডারি লাইন। সে আম্পায়ারকে চার রানের সিগন্যাল দেখায়। আম্পায়ারও মেনে নিয়ে ব্যাটিং টিমকে চার রান দেয়। আর্যনীল বলটা বোলারকে throw করে দেয়।

50 EXT. DAY. PAROMITA'S HOUSE. ENTRANCE

যে রাস্তায় ক্রিকেট খেলা চলছে, তারই মোড়ের মাথায় শেষ বাড়ি। একতলা। সামনে ছোট বাগান পেরিয়ে দরজা। আর্যনীল বেল

বাজায়। দরজা খোলে হুইলচেয়ারে বসা এক মহিলা। বছর ৩৭/৩৮ বয়স। নাম পারমিতা।

আর্যনীল : Sorry, বিরক্ত করছি। ময়ূরাক্ষী এ বাড়িতে থাকতেন... বছর ১৬-১৭ আগে। আপনি কি বলতে পারবেন উনি এখন কোথায়?

পারমিতা : আপনার নাম?

আর্যনীল : আর্যনীল। আমার বাবা প্রফেসার সুশোভন রায়চৌধুরী। ময়ূরাক্ষী ওঁর ছাত্রী ছিলেন।

পারমিতা দরজার পাল্লা পুরোটা খুলে দিয়ে হুইলচেয়ার নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে আসে।

পারমিতা : আসুন।

আর্যনীল : থ্যাঙ্কস্।

আর্যনীল ভেতরে ঢোকে।

51 INT. DAY. PAROMITA'S HOUSE. DRAWING ROOM

আর্যনীল দরজা বন্ধ করতে যায়।

পারমিতা : থাক, আমি বন্ধ করছি।

আর্যনীল সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়ায়।

আর্যনীল : Sorry...

পারমিতা হুইলচেয়ার চালিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে। ইশারায় আর্যনীলকে চেয়ারে বসতে বলে।

আর্যনীল : থ্যাঙ্কস্।

আর্যনীল বসে।

পারমিতা : ময়ূরাক্ষী এখানে থাকতো... কি করে জানলেন?

আর্যনীল : একটা চিঠি পেলাম... বাবাকে লেখা।

আর্যনীল পকেট থেকে inland letter-টা বার করে। যেটা ওর বাবার ঘরে পেয়েছিল।

আর্যনীল : এ বাড়ীর ঠিকানা ... ১৩ই মার্চ, ২০০১।

পারমিতা : আমার এ্যাক্সিডেন্টের ২০ দিন আগে। এতদিন পরে ... ময়ূরাক্ষী কেন...?

আর্যনীল : বাবা একবার দেখতে চাইছেন। কিসের এ্যাক্সিডেন্ট?

পারমিতা : দোতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম... মদ খেয়ে (সরাসরি আর্যনীলের দিকে তাকায়) ৫-৬ বছর লড়াই চললো। Ultimately মেয়েটা আমায় মরতে দিল না...। যার খোঁজে আপনি এসেছেন।

গেলাসে জল ঢালে পারমিতা। হুইলচেয়ার চালিয়ে এসে আর্যনীলের সামনের টেবিলে রাখে।

আর্যনীল : Thanks.

পারমিতা : বাবা কেমন আছেন?

আর্যনীল : একটা neurological problem হয়েছে। ২০-২৫ বছর আগের সময়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছেন।

পারমিতা : আপনাদের ব্যাপারে আমি অনেকটাই জানি। বাবা চাইতেন আপনি ময়ূরাক্ষীকে বিয়ে করুন। আপনি একেবারেই চাইতেন না।

আর্যনীল চুপ।

পারমিতা : এ মেয়েটাও অদ্ভুত। সবাই নিজের জীবন নিয়ে ভাবে। এ পড়লো আমায় নিয়ে। আমার এই spinal chord এর injury, মদের নেশা, drug addiction, সব সারাবে।

আর্যনীল ওর দিকে স্থির তাকিয়ে আছে।

পারমিতা : শেষে বুঝলাম, ঘাড় ধরে না তাড়ালে ও নিজের জীবনে ফিরবেনা। সেটাই করলাম। একদিন ওর সব জামাকাপড়, জিনিসপত্র, বাইরে ফেলে দিলাম। আর কিছুতেই দরজা খুললাম না। ওই জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম, অনেকক্ষণ কাঁদলো, একঘন্টা বাগানে বসে রইলো, তারপর ultimately নিজের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে (হাতের ইশারায় চলে যাওয়া বোঝায়)।

আর্যনীল দেখলো, পারমিতার মুখে হাসি, কিন্তু চোখ জলে ভরা। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ।

পারমিতা : আপনার বাবা ওকে দেখলে কষ্ট পেতেন, তাই পরে আর আপনাদের বাড়ি যেত না।

আর্যনীল : ও এখন কোথায়?

পারমিতা সরাসরি উত্তর দেয় না। আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে হাসে।

পারমিতা : আপনার বাবার যে ধরনের অসুখ বলছেন, সেখানে যে দেখাশুনা করে, তার জীবনটা খুব miserable হয়ে যায়। caregiver, জানেন তো? এক্ষেত্রে ময়ূরাক্ষী অবশ্য ideal caregiver হতে পারতো।

আর্যনীল চুপ করে আছে।

পারমিতা : ও এখন বরোদায়। খুব সুন্দর একটা জীবন হয়েছে। Loving husband, মিষ্টি একটা মেয়ে। আমি তো বলি, সেদিন যদি তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে না দিতাম, আজও তোর নিজের বলে কিছুই হতো না।

আর্যনীলের চোখ মাটির দিকে। ওর হাত আস্তে আস্তে চেয়ারের হাতলের ওপর উঠে যায়। পারমিতা তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

পারমিতা : সরি, ভুলে গিয়েছিলাম, চা বা কফি?

আর্যনীল : না... থ্যাঙ্কস্। আপনি এখন কেমন আছেন?

পারমিতা : সামনে তাকালে ... কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। (হাসে) আর কি চাই?

আর্যনীল চুপ করে আছে।

পারমিতা : দাঁড়ান, ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা দিচ্ছি...

পারমিতা ওর হুইলচেয়ার চালিয়ে ঘরের দরজার মুখে দিয়ে দাঁড়ায়।

পারমিতা : বলা উচিৎ কিনা জানিনা, আমি না বলে পারছি না। ময়ূরাক্ষী আপনাকে ভালোবাসতো। খুব...

আর্যনীলের মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

পারমিতা : বসুন। আসছি।

পারমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর্যনীল কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে পড়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

52 EXT. NIGHT. ROADSIDE. OUTSIDE SUSHOBHAN'S HOUSE

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। taxi এসে দাঁড়ায় সুশোভনের বাড়ির সামনে। নামেন সুশোভন ও আর্যনীল। আর্যনীলের হাতে সুশোভনের হাসপাতালের রিপোর্টের ফাইল। রবি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। ওরা বাড়ীতে ঢোকে।

53 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. DRAWING ROOM

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসেন সুশোভন। পিছনে আর্যনীল। ঘরের মুখে দাঁড়িয়ে মল্লিকা। সুশোভন ওর দিকে তাকিয়ে হাসেন। ঘরে ঢোকেন।

মল্লিকা : আপনি ফিরবেন বলে ঘর সাজিয়ে রেখেছি।

ঘরের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার তোড়া। সুশোভন তাকিয়ে দেখেন। মুখে কিছু বলেন না।

মল্লিকা : হাওড়া স্টেশনে নামলাম... ওখানে তো ফুলের বাজার আছে।

আর্যনীল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুশোভন চুপ। মুখে কিছু অসংলগ্ন অভিব্যক্তি।

আর্যনীল : (মল্লিকাকে রিপোর্টের ফাইল দিয়ে) রিপোর্ট।

আর্যনীল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

54 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

নিজের ঘরে ঢোকেন সুশোভন। সঙ্গে মল্লিকা। সুশোভন ক্লান্ত, অন্যমনস্ক।

মল্লিকা : বসুন... রবিদা চা করে আনছে। গান শুনবেন? চালিয়ে দেব?

সুশোভন মাথা নাড়েন। না। মল্লিকা হাসপাতালের নতুন রিপোর্টগুলো রাখতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুশোভন সামনের দেওয়ালের দিকে তাকান। যেখানে ক'দিন আগে Gladstone-এর কথা লিখেছিলেন, সেই Power of Love, Love of Power-এর ওপর একটা বড়ো মাকড়সা দেখতে পান। যেন লেখাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে। সুশোভনের চোখে মুখে আতঙ্ক, অস্থিরতা।

55 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. ARYANIL'S ROOM

রাত সাড়ে আটটা। আর্যনীল ওর ঘরে চেয়ারে বসে। অন্যমনস্ক, গম্ভীর। অর্ণব ব্রিফকেস খুলে একটা ফাইল বার করে আর্যনীলকে দেয়।

অর্ণব : Bio-dataর একটা hard copy দিয়ে রাখছি... for ready reference...তোমার baggage বাড়াবো না... (ব্রিফকেস খুলে একটা পেনড্রাইভ বার করে। আর্যনীলকে দেয়) আমার তৈরি সব project architecture, system structure...everything.

আর্যনীল চুপ করে আছে।

অর্ণব : তোমার কোম্পানী তো বিশাল। অতটা আশাই করছিনা। যদি অন্য কোনো ছোট concern, with bright prospect... কোথাও কোনো vacancy থাকে আমার জন্যে। আমি একদম regularly জেঠুর খোঁজ নেবো...

দরজায় টোকা পড়ে।

আর্যনীল : আসুন...

মল্লিকা দরজার মুখে আসে।

মল্লিকা : কাল থেকে অন্য আয়া বলতে হবে। এ বলেছে ঘরে টিভি চলেনা, কাজ করবেনা।

অর্ণব : বোঝো। কি বলবে বলো!

মল্লিকা : মেসোমশাইর খাবার আনতে যাচ্ছি। আপনাকে ডাকছেন।

অর্ণব : ঠিক আছে। কথা বলো। আমি চলি। উঠে পড়ে) কাল সকালে দেখা হচ্ছে... Goodnight ...

আর্যনীল : (ক্লান্তস্বরে) Goodnight ...

অর্ণব চলে যায়। আর্যনীল চুপ করে বসে থাকে।

56 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. DRAWING ROOM

বাইরের ঘর। সোফায় বসে সুশোভন। পাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। বাকি ঘর অন্ধকার। আর্যনীল আসে। সুশোভন তাকান।

সুশোভন : আয়...

আর্যনীল এগিয়ে আসে। সামনের সোফায় বসে।

সুশোভন : (ওঁর পাশের সোফা দেখিয়ে) এখানে...

আর্যনীল সুশোভনের পাশে বসে। সুশোভন ওর দিকে স্থির তাকিয়ে থাকেন।

সুশোভন : কিছু ঠিক করলি?

আর্যনীল বুঝতে পারেনা।

আর্যনীল : কি?

সুশোভন : দেখ... একটা pure soul...খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। তোর আসে পাশে এখন যারা রয়েছে they may be more attractive... কিন্তু ময়ূরাক্ষী ... তোকে ... আঁকড়ে ধরে থাকবে। তুই যে এত ভয় পাচ্ছিস, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, ও তোকে আগলে রাখবে। এই যে তুই এত কাঁদিস... আমি তো সব জানি... সব শুনতে পাই। রাতের পর রাত তুই ঘুমোতে পারিস না। ও তোকে সারিয়ে তুলবে। She has that magical quality...

আর্যনীল চুপ করে আছে।

সুশোভন : আর দেরি করিস না। সময় চলে যাচ্ছে...

আর্যনীল : ময়ূরাক্ষী আর নেই বাবা...। আজ বিকেলে মারা গেছে।

সুশোভন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

আর্যনীল : আমার চোখের সামনেই হলো। আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে ওর কাছেই যাচ্ছিলাম। ও আমায় দেখতে পেয়ে রাস্তা পেরিয়ে আসতে গেল...। একটা বাস এসে...। আমরা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম... কিছু করা গেল না বাবা।

সুশোভন এখনো নিঃসাড়। চেয়ে আছেন। আর্যনীল সামনে তাকিয়ে দেখে খাওয়ার টেবিলের মুখে দাঁড়িয়ে মল্লিকা। হাতে সুশোভনের

খাবার। কঠিন দৃষ্টি আর্যনীলের ওপর। আর্যনীল সোফা থেকে উঠে সরাসরি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মল্লিকা চোখ ফেরায় সুশোভনের দিকে।

57 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. VERANDAH

গভীর রাত। নির্জন রাস্তা। বারান্দাও খালি। উল্টোদিকের বাড়ির সেই অল্পবয়সী ছেলেটা আজও পায়চারি করে পড়ছে। আর্যনীলের ঘরে আলো জ্বলছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি।

58 INT. NIGHT. SUSHOBHAN'S HOUSE. SUSHOBHAN'S ROOM

সুশোভনের ঘর অন্ধকার। খাটে মশারি টাঙানো। একটু দূরে চেয়ারে বসে মল্লিকা। সুশোভনের খাট থেকে অস্ফুট গোঙানীর শব্দ। ঘুমের মধ্যে কাঁদছেন। চেয়ার থেকে নেমে আলো জ্বালায় মল্লিকা।

মল্লিকা : কি হয়েছে?... মেশোমশাই?

কিছুক্ষণ পরে সুশোভনের কান্না থামে। মল্লিকা ঘুমন্ত সুশোভনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। আবার চেয়ারে গিয়ে বসে।

59 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. VERANDAH

সকালবেলা। বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে। টবের গাছে জল দিচ্ছে রবি।

60 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. DINING ROOM

চা ও পাউরুটির প্লেট ট্রেতে রাখে রবি। মল্লিকা আসে।

রবি : তুমি চলো। কি বলতে কি বলবো...

মল্লিকা : জানো তো কি বলতে হবে ...

রবি : তবু তুমি এসো। ভয় করে আমার।

সুশোভনের ঘরে ঢোকে রবি।

61 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE, SUSHOBHAN'S ROOM

সুশোভন চেয়ারে বসে। রবি কাগজ ও চা রাখে সামনের টেবিলে। দরজার মুখে এসে দাঁড়ায় মল্লিকা।

রবি : বলছি বাবু, দাদা তো ভোরবেলা... (ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে) কি, তুমি বলোনি?

মল্লিকা মাথা নাড়ে। সে বলেনি।

রবি : ওই দেখো, সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে (হঠাৎ বেশ জোরে চেঁচিয়ে) বাবু... বলছি দাদা তো চলে গেছে ভোরবেলা।

সুশোভন তাকিয়ে আছেন রবির দিকে।

রবি : Dehradun হয়ে ... ফিরে যাবে।

সুশোভন : কে দাদা?

রবি : ওমা, আমাদের দাদা, তোমার ছেলে...

সুশোভন : সে আবার এখানে কোথায়?

রবি কিছু বুঝতে না পেরে মল্লিকার দিকে তাকায়। মল্লিকাও অবাক হয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুশোভন : কি জায়গাটার নাম ... এই দেখো... মনে পড়ছেনা... (মল্লিকার দিকে ফিরে) কোথায়

থাকে আমার ছেলে?

মল্লিকা : (সুশোভনের দিকে তাকিয়ে) Chicago।

সুশোভন (VO) : Chicago ... রাইট্ ... (অস্ফুটস্বরে) Chicago Black Renaissance.

62 INT. DAY. AIRPORT. LOUNGE

ব্যস্ত Airport Lounge। পর পর সার দিয়ে বসার জায়গা। একপাশে কোনায় বসে আর্যনীল। মাথা নিচু। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তোলে। চোখদুটো জলে ভরা। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। জমিয়ে রাখা যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা, যেন আর কোনো বাধা মানেনা। ছোট বাচ্ছার মতই কাঁদে আর্যনীল। ওর কাঁধে হাত রাখে একটি ছেলে। অল্পবয়সী, অপরিচিত। আর্যনীল এবার নিজেকে সামলে নেয়। Announcement শোনা যায়। অনেকের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় আর্যনীল। সমবেদনা জানানো ছেলেটিকে অস্ফুটে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় ট্যার্মিনালের দিকে। অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে হারিয়ে যায় আর্যনীল।

63 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. ROOF

ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে মল্লিকা। কাজের লোক রবি আসে। ব্যস্ত। উত্তেজিত।

রবি : একবার নিচে এসো...

মল্লিকা : কি হয়েছে?

রবি : আরে, এসোনা। শিগ্গির এসো।

মল্লিকা রবির সঙ্গে যায়।

64 INT. DAY. SUSHOBHAN'S HOUSE. STAIRCASE

সিঁড়ি দিয়ে নামে রবি। পিছনে মল্লিকা।

65 INT. DAY. SUSHOHBHAN'S HOUSE. VERANDAH

বারান্দায় বেরিয়ে আসে রবি ও মল্লিকা। দূরে ইজিচেয়ারে ঝুঁকে বসে সুশোভন। সামনে ছবি আঁকার খাতা। পাশে ছড়ানো জল রঙের টিউব। তুলি ডোবাচ্ছেন খাবার জলের গ্লাসে। ছবি আঁকছেন মন দিয়ে। কখনো আবার টিউব থেকে রঙ আঙুলে নিয়েও ছবিতে আঁচড় টানছেন। মল্লিকা আসে। সুশোভন মুখ তুলে তাকান। হাসিমুখ। মল্লিকা টেবিলের সামনে উবু হয়ে বসে।

মল্লিকা : এই মেঘ থেকে কি বৃষ্টি পড়বে?

সুশোভন মাথা নাড়েন। না।

সুশোভন : ছেলের ইস্কুলে আঁকতে দিয়েছে। এখানে একটা জানালা করে দেব। ওর মন কেমন করলে, এখানে এসে বসবে। আমায় দেখতে পাবে ...

66 INT. DAY. INSIDE AIRCRAFT

প্লেনের ভেতরে জানালার বাইরে মেঘের নানান স্তর। সেদিকেই তাকিয়ে আছে আর্যনীল। ওর সিট জানালার ধারে।

এবার প্লেনের মধ্যে চোখ ফেরায়। ওর পাশের সিটটা খালি। তার পরের সিটে একটি ১১/১২ বছরের বাচ্ছা মেয়ে। তাকিয়ে আছে আর্যনীলের পাশের জানালার বাইরে।

আর্যনীল : হ্যালো।

মেয়েটি তাকায় ওর দিকে। হাসে।

আর্যনীল : এদিকে আসবে?

নিজের সিটটা দেখায়। মেয়েটি ওপারে বসা মা'র কাছে অনুমতি চায়। মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আর্যনীল ও বাচ্ছা মেয়েটি সিট বদল করে। মেয়েটি জানালার পাশে বসতে পেয়ে খুব খুশি। আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে।

মেয়ে : Thank you.

আর্যনীল উত্তর দেয় না। শুধু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরায়। মেঘ দেখতে থাকে।

আর্যনীল তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে। আকাশপথে প্লেনটা কিছুটা বাঁক নিয়ে ঘুরছে। জানালা দিয়ে আসা কড়া রোদ ceiling ওপর পড়ে সরে সরে যাচ্ছে। সেদিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর্যনীল। জীবনের আরো অনেক অধ্যায় বাকি। আরো অনেক লড়াই বাকি।

আর্যনীল (VO) : After all, tomorrow is another day, তাই না বাবা?

Fade Out